দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 APR 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

• ৬৮ 006

উপজেলা চিরিরবন্দর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা ॥ হাট-বাজারের উন্নয়ন হচ্ছেনা ॥ খাবারপানির সংকট

॥ খালেকুজ্জামান মুকুল ॥

পার্বতীপুর (দিনাজপুর), ৬ই এপ্রিল।—দিনাজপুর জেলা সদর ও পার্বতীপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত চিরিরবন্দর উপজেলা। উৎকৃষ্টমানের চাল উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত এই উপজেলার লোকসংখ্যা ১ লাখ ৮৪ হাজার ১২৬। বর্তমানে উপজেলাবাসী নানা সমস্যায় জর্জরিত। উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১২৪টি। উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা, দরজা-জানলার অভাব, আসবাবপত্র ও চেয়ার বেঞ্চের সংকট এবং চক, ডাস্টারসহ প্রয়োজনী শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চালা দিয়ে পানি পড়ার দরুন বর্ষাকালে ক্লাস চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আসবাবপত্রের অভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বগল দাবা করে বাড়ী নিয়ে যেতে হয়। বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। জানা গেছে, প্রয়োজনীয় অর্থাভাবের দরুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কারের কাজে হাত দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অর্থ সংকটের সম্মুখীন।

এলাকায় হাটবাজার রয়েছে ৪০টি। হাটবাজারগুলোতে বিভিন্ন সমস্যা ও অব্যবস্থা বিদ্যমান। স্থায়ী ঘরের অভাবে ঝড়বৃষ্টির দিনে ক্রেতা-বিক্রেতা দের দুর্ভোগ চরমে পৌছে। পানি নিকাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই হাটবাজারগুলো কাদা-পানিতে একাকার হয়ে যায়। ময়লা আবর্জনা যত্রতত্র স্তূপাকারে পড়ে থাকায় এবং জবাই করা গরু ছাগলের দুর্গন্ধযুক্ত দেহাবশেষ ইতস্তত: ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার দরুন সামগ্রিক পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। এছাড়া পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, প্রতিবছর হাটবাজারগুলো থেকে মোটা অংকের রাজস্ব আদায় হলেও উন্নয়ন কাজ হওয়ায় মানুষ ও গরু গাড়ীর চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র না থাকায় পল্লীর জনগণ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। হেল্থ কমপ্লেক্স ছাড়া ১২ ইউনিয়নের মাত্র ২টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে দূরবর্তী ইউনিয়নবাসীর পক্ষে সদরে অবস্থিত হেল্থ কমপ্লেক্স এসে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। হেল্থ কমপ্লেক্স ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ প্রায়ই থাকে না। সাধারণ মিক্সার ও ট্যাবলেট নিয়েই রোগীদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা, শৌচাগার ও পানীয় জলের অভাব প্রকট।

উপজেলাবাসী পানীয় জলের সংকটে ভুগছে। সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের অভাবে বিপুল সংখ্যক নলকূপ অকেজো হয়ে আছে। মেকানিক্স ও যন্ত্রাংশের অভাবে অকেজো নলকূপ মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে চালু নলকূপের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেকেই দূষিত পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই উপজেলায় ১৭টি ডাকঘর ও ৬টি তহসিল অফিস রয়েছে। ডাকঘর ও তহসিল অফিসগুলোর জীর্ণদশা, স্থানাভাব ও আসবাবপত্রের অভাবে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এখানে কোন অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র নেই। ফলে ঘনবসতিপূর্ণ এই এলাকায় প্রতিবছর অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আগুন লাগলে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

পুলিশ ধারণা করছে জনৈক কৃষকের কাছ থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। কৃষকটি তার আপেল গাছের কাছে পালকার বোতলে ভরার সময় এই ঘটনা ঘটে।